08 DEC 2005

দৈনিক ইনকিলাব

ইনকিলাব ঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবে গতকাল বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সংবাদ সম্মেলনে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

১৮ ডিসেম্বর পল্টনে মহাসমাবেশ

কওমী মাদ্রাসা ছাত্র ও আলেমদের হয়রানি বন্ধ করুন কওমী মাদ্রাসা বোর্ড

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতাবিরোধী বিদেশী চক্রের ইন্ধনে এদেশীয় এজেন্টরা যে বোমা তৎপরতা চালাচ্ছে তা মানবতাহীন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে ফিৎনা। এ ধরনের ফিৎনার বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ রয়েছে ইসলামে। তাই বোমা হামলার বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা রেখে চলছে দেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ এবং ওলামায়ে কেরাম। এরপরও কওমী মাদ্রাসাসমূহে তল্লাশির নামে হয়রানি এবং ওলামায়ে কেরামকে মিথ্যা অপবাদে বোমা হামলার সাথে সম্পৃক্ত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এসব হয়রানি বন্ধ এবং বোমাবাজির মাধ্যমে ৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

আলেমদের হয়রানি বন্ধ করুন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

যে মহল পরিকল্পিত ভূমিকা রাখছে তাদের প্রতিরোধের জন্য সরকারের কাছে দাবী করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের উদ্যোগে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শীর্ষ ইসলামী নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক হযরত আল্লামা আহমদ শফী, উপদেষ্টা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, সহ-সভাপতি মুফতী ফজলুল হক আমিনী এমপি, মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস এমপি, মুফতী শহীদুল ইসলাম এমপি, মাওলানা আতাউর রহমান খান, মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা আনোয়ারুল করীম ও সদস্য মাওলানা নূরুল ইসলামসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ইসলামী নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তর দেন মুফতী আমিনী এমপি।

সংবাদ সম্মেলনে কওমী মাদ্রাসায় হয়রানির নামে তল্লাশির প্রতিবাদে আগামী ১৮ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ১০টায় পল্টন ময়দানে জাতীয় মহাসমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মহাসমাবেশ হবে লাখো লোকের সম্মেলন। এছাড়া ঘোষিত কর্মসূচীতে রয়েছে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় সমাবেশ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশে বিরাজমান বোমা সমস্যার প্রেক্ষাপটে কওমী মাদ্রাসাগুলোর প্রতি অন্যায় সন্দেহের তীর বর্ষণ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় ওলামায়ে কেরামের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়। কারণ, এ সমস্যা ওলামায়ে কেরাম ও কওমী মাদ্রাসার এবং এ সমস্যা জাতীয় সমস্যা। সংবাদ সম্মেলনে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, ইসলামের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহকে ধ্বংস করার চক্রান্ত সফল হতে দেয়া হবে না। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, কোন কোন মিডিয়ার দায়িত্বহীন রিপোর্টিং এবং কোন কোন কলামিস্ট ও রাজনীতিক মাদ্রাসা এবং ওলামায়ে কেরামকে সমাজে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য দিয়ে উস্কানি দিচ্ছে এবং সন্দেহজনকরূপে চিহ্নিত করছে। এর ফলে কওমী মাদ্রাসাসমূহ তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

বোমাবাজির সাথে এবং কওমী মাদ্রাসায় তল্লাশির পেছনে জামায়াতের হাত আছে কিনা? সংবাদ সম্মেলনে এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, এ বিষয়ে পত্রিকায় দেখা হচ্ছে, আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির দাবী গত চার বছরেও কেন পূরণ হলো না? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, ৪ মাস পূর্বে [illegible] করা হয়েছে। [illegible] বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের এ দাবী পূরণে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস আছে। আপনারা বর্তমানে যে আন্দোলন করছেন মহাসমাবেশের পর তা আর ক'দিন চলবে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, কওমী মাদ্রাসার ওপর যতদিন পর্যন্ত হয়রানি ও বোমাবাজি বন্ধ না হবে ততদিন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

বোমা হামলার পেছনে কোন বিদেশী শক্তি জড়িত? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, যারা বা যে দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় না এবং ইসলামবিরোধী, সে শক্তিই বোমা হামলার পেছনে পরোক্ষ শক্তি। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, হাসিনা ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, খালেদা পদত্যাগ করলে বোমা হামলা বন্ধ হবে। তাহলে প্রশ্ন জাগে- বোমা হামলার সকল ঘটনা হাসিনা ও সুরঞ্জিত সেনের অবগতির মধ্যে আছে।